Department of Patents, Industrial Designs and Trademarks

Ministry of Industries

THE GEOGRAPHICAL INDICATION (GI) JOURNAL

“মেহেরপুরের মেহেরসাগর কলা”

পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর
ডকেট নং- | তাং-
(ক) পরিচালক (প্রঃ ও অর্থ)
(খ) পরিচালক (পেঃ ও ডিঃ)
(গ) পরিচালক (ট্রেডমার্কস)
(ঘ) পরিচালক (ডাব্লিউটিও)
(ঙ) পরিচালক (জি আই)
(চ) সিস্টেম এনালিস্ট
(ছ) উপপরিচালক (প্রঃ ও অর্থ)
স্বাক্ষরিত
মহাপরিচালক

GI Journal No. 57

Published on : 29 APR 2025

www.dpdt.gov.bd

Department of Patents, Industrial Designs and Trademarks 29 APR 2025
Shilpa Bhaban, 91 Motijheel, Dhaka, Bangladesh

ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন আবেদনের পদ্ধতি

১। আবেদনপত্র ঃ

(১) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য প্রত্যেকটি আবেদনপত্র নির্ধারিত ফরমে নির্ধারিত ফিসহ এক শ্রেণির পণ্যের জন্য জিআই ফরম-০১ (এক) এবং একাধিক শ্রেণির পণ্যের জন্য জিআই ফরম-০২ (দুই) এ আবেদন করিতে হইবে।

(২) প্রতিটি আবেদনপত্র আবেদনকারী তারিখ উল্লেখপূর্বক স্বাক্ষর করিবেন।

(৩) প্রতিটি আবেদনপত্রের তিন কপির সহিত অতিরিক্ত পাঁচ কপি প্রতিলিপি দাখিল করিতে হইবে।

(৪) প্রতিটি আবেদনপত্রের সহিত সংশিষ্ট পণ্যের পাঁচটি নমুনা দাখিল করিতে হইবে।

২। ফি ঃ

(১) ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডারের মাধ্যমে তফসিল-০১ এ উল্লিখিত ফি অনুসারে ফি প্রদান করিতে হইবে।

(২) ফি মহাপরিচালক বরাবর বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত যে কোন বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে পরিশোধ করা যাইবে।

(৩) যে ক্ষেত্রে দলিল দাখিলের জন্য ফি প্রদেয়, সেই ক্ষেত্রে ফি প্রদান ব্যতিরেকে বা অপর্যাপ্ত ফি পরিশোধ করা হইলে, উক্তরূপ দলিলাদি বিধিসম্মতভাবে দাখিল করা হয় নাই বলিয়া গণ্য করা হইবে।

৩। ভাষা ঃ

(১) সকল আবেদনপত্র বাংলা অথবা ইংরেজি ভাষায় লিখিত হইতে হইবে।

(২) আবেদনপত্রের কাগজ ও কালি পাঠযোগ্য, টেকসই, স্থায়ী প্রকৃতির ও উন্নতমানের হইতে হইবে।

৪। আবেদনপত্রে স্বাক্ষর ঃ

(১) কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের আবেদনপত্র এবং অন্যান্য দলিল নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে, যথাঃ-

(ক) ব্যক্তিসংঘ বা উৎপাদনকারী সংগঠনের ক্ষেত্রে, এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ;

(খ) কোন কর্পোরেট বডি, আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন সংগঠন বা কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে, উক্তরূপ বডি বা সংগঠন বা কর্তৃপক্ষের পক্ষে উহার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অথবা, ক্ষেত্রমত, ব্যবস্থাপনা পরিচালক অথবা সচিব অথবা প্রধান কর্মকর্তা ;

(২) স্বাক্ষরকারী ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরের নিম্নে-

(ক) তাহার পদবি বা পদমর্যাদা ; এবং

(খ) বাংলা বর্ণে অথবা বড় হাতের ইংরেজি বর্ণে, তাহার পূর্ণাঙ্গ নাম ; স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

৫। আবেদনপত্রে ব্যবহারকারীর বিবৃতি ঃ

কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন অথবা পণ্যের বৈধ ব্যবহারকারী হিসাবে নিবন্ধনের জন্য প্রত্যেক আবেদনপত্রে পণ্যটি কোন সময়কাল হইতে কাহার দ্বারা ব্যবহৃত হইতেছে, তাহার একটি বিবরণী থাকিতে হইবে।

৬। আবেদনপত্রের সহিত দাখিলকৃত তথ্য ও দলিলাদি ঃ

(১) কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য নির্ধারিত ফরমে আবেদন করিতে হইবে এবং উহার সহিত নিম্নবর্ণিত তথ্য ও দলিলাদি সরবরাহ করিতে হইবে, যথাঃ-

(ক) নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সম্পর্কিত একটি বিবৃতি-

(অ) পণ্যটি উৎপাদিত হইবার সুনির্দিষ্ট অঞ্চল বা এলাকা ;

(আ) উক্ত অঞ্চল, ভূখন্ড বা, ক্ষেত্রমত, এলাকায় উৎপাদিত হইবার ফলে পণ্যটিতে নিহিত সুনাম, গুণাগুণ ও অনন্য বৈশিষ্ট্য ;

(ই) উক্ত অঞ্চল, ভূখন্ড বা, ক্ষেত্রমত, এলাকা সম্পর্কিত বিশেষ ভৌগোলিক আবহাওয়া, সহজাত প্রাকৃতিক ও মানবিক বিষয়াদি যাহা পণ্যটিকে স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্য প্রদান করিয়াছে ; এবং

(ঈ) উৎপাদন পদ্ধতি ও উৎস ;

(খ) যে শ্রেণির পণ্যের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক নির্দেশক প্রযোজ্য হইবে উহার নাম ;

(গ) পণ্য উৎপাদনকারী দেশের নির্দিষ্ট যে অঞ্চল, ভূখন্ড বা এলাকায় পণ্যটি উৎপাদিত হয় উহার মানচিত্র ;

(ঘ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যসমূহকে নির্দেশ করে এমন কোন শব্দ বা চিহ্ন ;

(ঙ) নিবন্ধনের জন্য প্রস্তাবিত ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির উৎপাদনকারীগণ সম্পর্কিত বিবরণ ;

(চ) আবেদনকারী কিভাবে আইনের অধীন গঠিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিসংঘ, উৎপাদনকারীগণের সংগঠন, সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করেন তৎমর্মে একটি হলফনামা ;

(ছ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের জন্য ব্যবহৃত কোন বিশেষ "স্ট্যান্ডার্ড বেঞ্চমার্ক" অথবা উৎপাদন, বাজারজাতকরণ, তৈরি ইত্যাদি সম্পর্কিত "শিল্প মানদন্ড" থাকিলে তৎসম্পর্কিত দলিলাদি ;

(জ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের মান, গুণাগুণ, মানের ধারাবাহিকতা বা বিশেষত্ব বজায় রাখিবার বা নিশ্চিৎকরণের জন্য পণ্যটির উৎপাদনকারী, কারিগর বা প্রস্তুতকারক কর্তৃক প্রয়োগকৃত পদ্ধতি (mechanism) সম্পর্কিত বিবরণ ;

(ঝ) আবেদনাধীন পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সংশ্লিষ্ট অঞ্চল, ভূখন্ড বা এলাকার মানচিত্রের (মানচিত্র প্রকাশকের পদবি, নাম ও ইস্যুর তারিখ উল্লেখক্রমে) তিনটি প্রত্যায়িত কপি ;

(ঞ) আবেদনাধীন পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সংশ্লিষ্ট বিশেষ মানবিক দক্ষতা, ভৌগোলিক জলবায়ুর অনন্যতা অথবা অন্যান্য সহজাত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত বিবরণ ;

(ট) সংশ্লিষ্ট পণ্যের উৎপাদনকারীগণের স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিসংঘ, সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা ;

(ঠ) আবেদনে উল্লিখিত অঞ্চল, ভূখন্ড বা এলাকায় সংশ্লিষ্ট পণ্যটির ক্ষেত্রে আবেদনাধীন ভৌগোলিক নির্দেশকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন পরিদর্শন ব্যবস্থা থাকিলে উহার বিবরণ ; এবং

(ড) আবেদনাধীন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য ইতোমধ্যে নিবন্ধিত কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের সমনামীয় হইলে, আবেদনাধীন পণ্য ও ইতোমধ্যে নিবন্ধিত পণ্যের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যজ্ঞাপক বৈশিষ্ট্যের বিবরণ এবং প্রতারণা বা ভোক্তাগণের বিভ্রান্তি রোধে গৃহীত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিবরণ।

৭। কনভেনশনভুক্ত ব্যবস্থার অধীন আবেদন ঃ

(১) কনভেনশনভুক্ত কোন রাষ্ট্রের একজন আবেদনকারী কর্তৃক কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের নিবন্ধনের জন্য আবেদন করা হইলে উক্তরূপ আবেদনপত্রের সহিত কনভেনশভুক্ত রাষ্ট্রের ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন অফিস যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত একটি সনদপত্র দাখিল করিতে হইবে এবং উক্ত সনদপত্রে ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির বিস্তারিত বিবরণসহ আবেদনপত্রটি দাখিলের তারিখ, রাষ্ট্রের নাম, কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রে পণ্যটি প্রথম নিবন্ধনের তারিখ এবং মহাপরিচালক কর্তৃক চাহিত অন্যান্য বিষয়াদির বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

(২) যেইক্ষেত্রে নিবন্ধনের আবেদন করিবার সময় উক্তরূপ সনদ উপস্থাপন না করা হয়, সেইক্ষেত্রে আবেদন করিবার ২(দুই) মাসের মধ্যে মহাপরিচালকের সন্তুষ্টি অনুযায়ী আবেদনটি পেশ করিবার তারিখ, উহার রাষ্ট্রের নাম, ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির বিবরণ, আবেদনপত্রে উল্লিখিত শ্রেণি এবং পণ্য সম্বলিত তথ্যাদি প্রত্যয়ন ও সত্যায়ন-পূর্বক পেশ করিতে হইবে।

(৩) আবেদনপত্রটি একই ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের জন্য এবং আবেদনপত্রের অধীন সকল অথবা আংশিক পণ্যের জন্য কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রে আবেদনকারীর প্রথম আবেদন হইতে হইবে।

(৪) যেইক্ষেত্রে কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্র হইতে এক বা একাধিক শ্রেণির ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য একটিমাত্র আবেদনপত্র দাখিল করা হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত আবেদন নির্ধারিত ফরমে দাখিল করিতে হইবে।

৮। আবেদনপত্রের প্রাপ্তি স্বীকার ঃ

(১) আবেদনপত্রের নম্বর ও ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের নাম উল্লেখপূর্বক মহাপরিচালক প্রাপ্তি স্বীকার নিশ্চিত করিবেন।

৯। যোগাযোগের ঠিকানা ঃ

প্রতিটি আবেদনপত্র নিম্নোক্ত ঠিকানায় দাখিল করিতে হইবেঃ

মহাপরিচালক
পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর
শিল্প ভবন (৬ষ্ঠ তলা)
৯১, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
বাংলাদেশ
ফোনঃ ৮৮-০২-৯৫৬০৬৯৬
ফ্যাক্সঃ ৮৮-০২-৯৫৫৬৫৫৬
ই-মেইলঃ registrar@dpdt.gov.bd
Web: www.dpdt.gov.bd

ভৌগোলিক নির্দেশক আবেদন নং-৮৯
আবেদনের তারিখ : ১৪-০৭-২০২৪ খ্রিঃ

ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য "মেহেরপুরের মেহেরসাগর কলা" যা শ্রেণি ৩১ এ অন্তর্ভুক্ত, তা নিবন্ধনের জন্য ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) আইন, ২০১৩ এর ধারা ১২ অনুসারে জার্নালে প্রকাশ করা হলো।

ভৌগোলিক নির্দেশক নাম ঃ "মেহেরপুরের মেহেরসাগর কলা"

শ্রেণি ঃ ৩১

ক) আবেদনকারীর নাম ঃ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মেহেরপুর।

খ) ঠিকানা ঃ উপপরিচালকের কার্যালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মেহেরপুর।

গ) ব্যক্তি/উৎপাদক/ব্যক্তিবর্গ/সংগঠন/উৎপাদকের সংগঠন/সংস্থা/কর্তৃপক্ষের তালিকা ঃ উৎপাদনকারীগণের আংশিক তালিকা প্রদান করা হয়েছে। পরবর্তীতে তালিকায় আরও উৎপাদনকারীর নাম সংযোজিত হতে পারে।

ঘ) প্রকার ঃ এক প্রকার তাজা ফল (শ্রেণি : ৩১)।

ঙ) স্পেসিফিকেশন ঃ

মেহেরসাগর কলার বিশেষত্ব হচ্ছে এটি অত্যন্ত সুস্বাদু ও পাকা অবস্থায় সবুজ থাকে তবে ধীরে ধীরে হলুদ আকার ধারণ করে। কলার ভিতরে শাঁস হালকা হলুদাভ, গাছ খাটো কিন্তু কলার কাদি বড় এবং কাদিতে ছড়ার সংখ্যা বেশি। কলার গাছ খাটো হওয়ার ফলে ঝড় বৃষ্টিতে ভেঙ্গে পড়েনা। এই কলার জাতটি মেহেরপুরের অধিকাংশ জমিতে চাষ হয়ে থাকে। এটাকে এখানকার ব্র্যান্ডিং পণ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয় যা মেহেরপুরের ফল ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। রোগ বালাই কম হওয়ায় চাষীরা বেশি লাভবান হয়। মেহেরসাগর কলার সংরক্ষণ ক্ষমতা বেশি হওয়ায় বিদেশেও রফতানিযোগ্য। মেহেরপুরের নামানুসারে মেহেরসাগর কলার নামকরণ করা হয়েছে। বছরের সব সময় এ কলা সংগ্রহ করা যায়।

গঠন ঃ মেহেরসাগর কলা উৎকৃষ্ট স্বাদের। ফলটির স্বাভাবিক ওজন ১০০ গ্রাম থেকে ১২০ গ্রাম হয়ে থাকে। যার ৭৫ শতাংশ শাঁস বাকি ২৫ শতাংশ খোসা। ফলটি গড়ে ১৫ সেঃ মিঃ লম্বা হয়। পরিপক্ক মেহেরসাগর কলা পাকলে রং হলুদ হয়। ত্বক মসৃন ও খোসা হালকা মোটা। পাকা মেহেরসাগর কলা থেকে ঘ্রাণ পাওয়া যায় ও স্বাদ মিষ্টি।

চ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের বর্ণনা ঃ

মেহেরসাগর কলা সুমিষ্ট সুগন্ধ বিশিষ্ট। মেহেরসাগর কলা সর্ব উৎকৃষ্ট খুবই জনপ্রিয় বাণিজ্যিক জাত। স্বাদ ও গন্ধের জন্য এই কলা মেহেরপুর জেলায় বাণিজ্যিক ভাবে বহুল পরিমানে চাষ করা হয়। এই কলার ভিতরের রং সাদাটে। স্বাদে-গন্ধে ভালো হওয়ায় সবাই পছন্দ করে এবং বাংলাদেশের অনেক বাজারে এর চাহিদাও বেশি। গাছ থেকে ফল পাড়ার পর পাকতে সময় লাগে ৫-৬ দিন। মেহেরসাগর কলার চারা রোপণের প্রায় ১০ মাস পর কলা সংগ্রহ করা যায় এবং কলার মোচা বের হওয়ার পর পরিপক্ক হতে প্রায় ৩ মাস সময় লাগে। এই জাত জেলার সর্বত্র চাষাবাদ করা হয়। ফলের খোসা সামান্য মোটা। গাছের উচ্চতা প্রায় ২-২.২৫ মিটার হয়ে থাকে। পাতা চওড়া ও মোটা, পাতার বোটা লম্বা। পাতার রং সবুজ। প্রতিদিন ৫০-৬০ ট্রাক কলা দেশের বিভিন্ন জেলায় বাজারজাত হয়।

কলার ঔষধী গুণাবলী ঃ কলাতে ক্যালসিয়াম, লৌহ ও ভিটামিন সি রয়েছে। পাকা কলা কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে এবং কলার থোড় বা মোচা ডায়াবেটিস, আমাশয়, আলসার নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়। কলা ভালভাবে চিবিয়ে খেতে হবে। পাকা কলা মুখের লালাতে হজম হয়।

ভৌগোলিক নির্দেশকের ছবি

ছবি ১-২ঃ মেহেরপুরের মেহেরসাগর কলা

ছ) উৎপাদনের ভৌগোলিক এলাকা এবং মানচিত্র ঃ

মেহেরপুর জেলার ৩টি উপজেলার প্রায় সব কয়টিতে মেহেরসাগর কলা চাষ হয়। মেহেরপুর সদর উপজেলার বন্দর, আমদহ, চকশ্যামনগর, আশরাফপুর, নূরপুর, পিরোজপুর, টুঙ্গী, কাঁঠালপোতা, সোনাপুর, বলিয়ারপুর, গহরপুর, কলাইডাঙ্গা, যুগিন্দা, রাজনগর, আমঝুপি ও চাঁদবিল এবং মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী, দারিয়াপুর, গৌরিনগর, পুরন্দরপুর, গোপালনগর, বাগোয়ান, আনন্দবাস, মহাজনপুর, গোপালপুর, কোমরপুর, গোপালপুর ও যতারপুর গ্রামের মাঠে প্রচুর পরিমাণ কলার চাষ হয়েছে। গাংনী উপজেলার কিছু কিছু মাঠেও কলার চাষ হচ্ছে। আশির দশক থেকে মেহেরপুরে বাণিজ্যিকভাবে কলা চাষ হলেও বর্তমানে মেহেরপুরের কৃষকদের কাছে কলা আবাদ এখন একটি অন্যতম অর্থকরী ফসল হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। তবে মেহেরপুর জেলার নামানুসারে মেহেরসাগর কলার কদর দিন দিন বাড়ছে। সকল শ্রেণির কৃষক তাদের প্রচেষ্টায় এ কলা চাষ করে থাকেন। মেহেরপুর জেলাতে প্রায় ২৫১৬ হেক্টরেরও বেশি জমিতে মেহেরসাগর কলা চাষ হয়। বহু মানুষের বেকার সমস্যার সমাধানে মেহেরসাগর কলা ভূমিকা রাখছে।

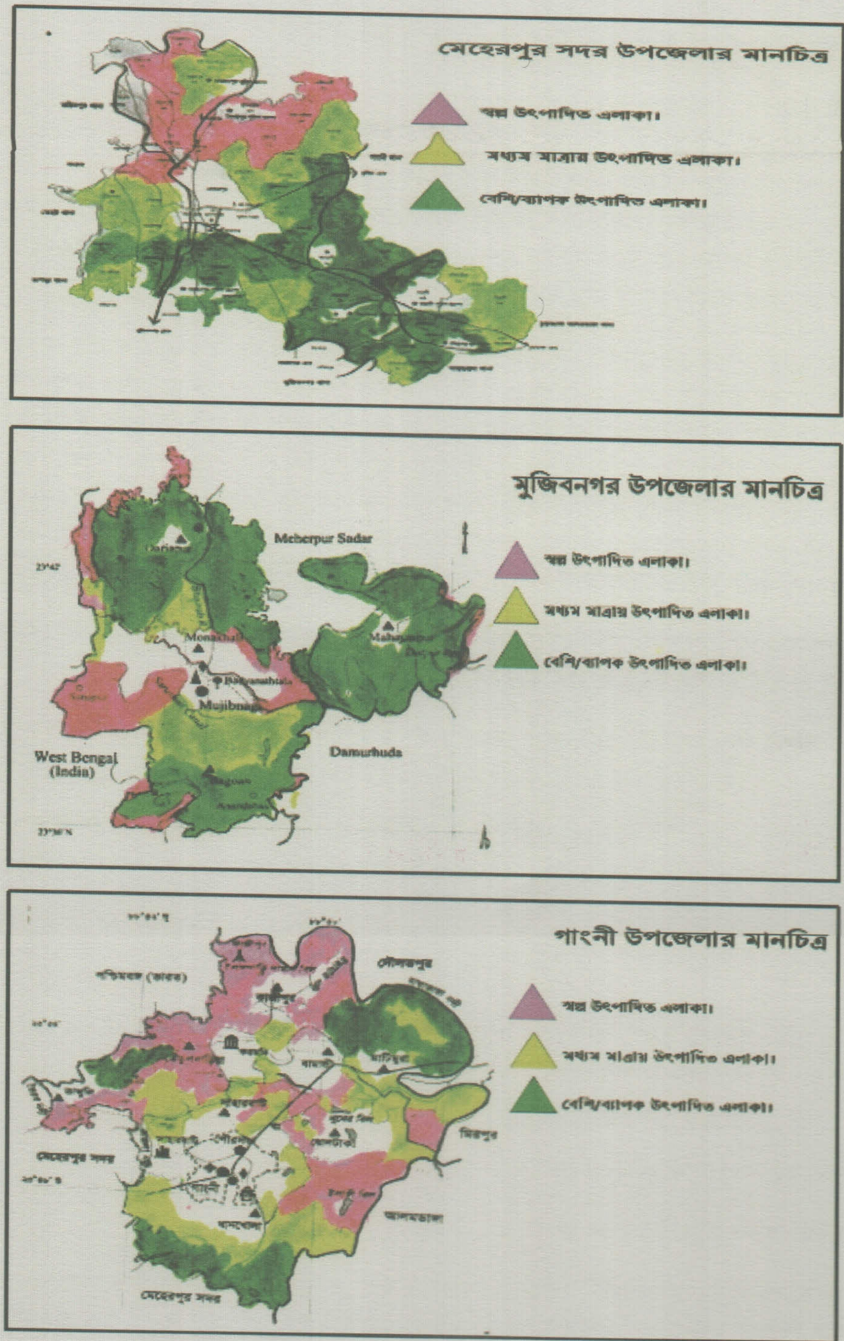

ছবি ৩-৫: মেহেরপুরের মেহের সাগর কলার উৎপাদন এলাকা

জ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের উৎসের প্রমাণ (ঐতিহাসিক দলিল) :

মেহেরসাগর কলা কলার মধ্যে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় ও সমাদৃত। মেহেরপুরের ইতিহাস থেকে জানা যায় প্রাচীনকাল থেকেই এই কলা মেহেরপুরে চাষ হয়ে আসছে। মেহেরপুরের ইতিহাস রচয়িতা প্রবীন সাংবাদিক তোজাম্মেল আযম জানান ১৯৭১ সালের পর থেকে বাণিজ্যিকভাবে এই কলার চাষ শুরু হয়। প্রথমে ভৈরব নদ পাড়ে একটি কলার মোথা থেকে অনেক কলা গাছের জন্ম হয়। পর্যায়ক্রমে জাতটি জনপ্রিয়তা লাভ করতে থাকে। ইসমাইল হোসেন নামের এক যুবক বাণিজ্যিক ভিত্তিতে প্রথম এই কলার আবাদ শুরু করেন। সেই থেকে মেহেরপুরে বাণিজ্যিকভাবে চাষ শুরু এবং মেহেরপুরের নাম অনুসারে কলাটির নাম হয়ে যায় মেহেরসাগর কলা।

বাংলাদেশের মেহেরপুর জেলায় এর ব্যাপক চাষ হয়। এ জেলায় যত কলা চাষ হয় তার বেশিরভাগই মেহেরসাগর কলা। রোগ বালাই ও খরচ কম হওয়ায় এবং মেহেরপুরের মাটি ও জলবায়ু মেহেরসাগর কলা চাষের উপযোগী হওয়ায় কম যত্নেই এই কলা চাষ হয়। সারা বছর এ জাতের কলা চাষ হয় এবং রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলার বাজারে চলে যায়। স্বাধীন বাংলার ইতিহাসের সাথে এই কলার ইতিহাস শুরু হয়। অর্থাৎ বাংলাদেশের বয়সের সমান মেহেরসাগর কলা চাষের বয়স। মেহেরপুর জেলার মানুষের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ এবং উৎকর্ষতার ভিত্তিই হচ্ছে মেহেরসাগর কলার ভাল উৎপাদন। মেহেরপুর জেলাতে মেহেরসাগর কলার ফলন হেক্টর প্রতি ৪২ হতে ৫০ মে.টন হয়। এই কলার নিজস্ব ব্র্যান্ডিং ও বাজার সম্প্রসারণ করতে জিআই স্বীকৃতি ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে।

ডকুমেন্টারী/দলিলসমূহ ঃ মেহেরসাগর কলা যে মেহেরপুরেই প্রথম চাষ শুরু হয় বা উৎপাদন হয় তার প্রমাণক হিসেবে কিছু লেখকের বই ও ডকুমেন্টশন নিম্নে উল্লেখ করা হল।

১. “বাংলাদেশের ফল, পৃষ্ঠা নং ২৭”, কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ফল বৃক্ষ রোপণ পক্ষ ২০০৩ উপলক্ষে প্রকাশিত বই, সম্পাদক মু. ফজলুল হক রিকাবদার, প্রকাশকাল ৩০ মে ২০০৩।

২. “ফল পরিচিতি ও চাষাবাদ কৌশল, পৃষ্ঠা নং ০৬, কৃষি তথ্য সার্ভিস থেকে প্রকাশিত ফলদ বৃক্ষ রোপণ পক্ষ ২০১৫ উপলক্ষে প্রকাশিত বই, প্রধান সম্পাদক কৃষিবিদ মিজানুর রহমান, প্রকাশকাল জুন-২০১৫।

৩. “বারো মাস ফল উৎপাদন, পৃষ্ঠা নং ৮৩”, লেখক কৃষিবিদ মৃত্যুঞ্জয় রায়, প্রকাশকাল ২০১৬ সালের মার্চ মাস।

৪. “ফল ও পুষ্টি, পৃষ্ঠা নং ১৬”, কৃষি তথ্য সার্ভিস থেকে প্রকাশিত ফলদ বৃক্ষ রোপণ পক্ষ ২০১৮ উপলক্ষে প্রকাশিত বই, সম্পাদক কৃষিবিদ ডক্টর মো. নুরুল ইসলাম, প্রকাশকাল জুন-২০১৮।

৫. “ফলে যত পুষ্টি, পৃষ্ঠা নং ১৬”, কৃষি তথ্য সার্ভিস থেকে প্রকাশিত ফলদ বৃক্ষ রোপণ পক্ষ ২০১৯ উপলক্ষে প্রকাশিত বই, সম্পাদক কৃষিবিদ ফেরদৌসি বেগম, প্রকাশকাল জুন-২০১৯।

ঝ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের উৎপাদন পদ্ধতি ঃ

ভৌগোলিক বিচারে বাংলাদেশের অবস্থান দক্ষিণ এশিয়া, ভারত ও মায়ানমারের মাঝখানে। বাংলাদেশের জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ। এ দেশের বৃষ্টিপাতের পরিমান ১৫০০-২০০০ মিলিমিটার। বাংলাদেশেরর গড় তাপমাত্রা ২৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস। মেহেরপুরের আবহাওয়া কলা বাগান তৈরি ও উৎপাদনের উপযোগী। এ কারণে মেহেরপুরে এই কলার বাগান গড়ে উঠেছে।

মেহেরসাগর কলার চাষ পদ্ধতি নিম্নে উল্লেখ করা হল :-

১) মেহেরসাগর কলা বাগান তৈরির জন্য জমি প্রথমে চাষ দিয়ে ভালভাবে তৈরি করে নিতে হয়।

২) রোপণের আগে ২x২ দূরত্বে ০.৫x০.৫x০.৫ মিটার বিশিষ্ট গর্ত করে গর্তের উপরের অর্ধেক মাটি এক পাশে এবং নিচের অর্ধেক মাটি অপর পাশে রাখতে হবে।

৩) গর্ত করার পর ১০-১৫ দিন গর্ত রোদে শুকিয়ে নিতে হবে।

৪) গাছ প্রতি ১৫-২০ কেজি গোবর সার, ৪০০ গ্রাম টিএসপি, ৬০০ গ্রাম এমওপি, ৩০০ গ্রাম জিপসাম. ৫০০ গ্রাম ইউরিয়া ও ৫০ গ্রাম জিঙ্ক সালফেট প্রয়োজন।

৫) পচা গোবর, টিএসপি ও জিপসামের ৫০% জমি তৈরীর সময় শেষ চাষে এবং অবশিষ্ট গোবর, টিএসপি, জিপসাম ও পটাশের ২৫% গর্তে প্রয়োগ করতে হবে।

৬) রোপণের দেড় থেকে দুই মাস পর ২৫% ইউরিয়া এবং ২৫% পটাশ মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

৭) এর দুইমাস পরপর গাছপ্রতি ৫০ গ্রাম পটাশ ও ৭৫ গ্রাম ইউরিয়া প্রয়োগ করতে হবে। ফুল আসার পর এর পরিমান দ্বিগুণ করতে হবে।

৮) এ কলা ৩ মৌসুমে রোপণ করা যায়। আশ্বিন-কার্তিক, মাঘ-ফাল্গুন এবং চৈত্র-বৈশাখ।

৯) রোপণের জন্য অসি চারা উত্তম।

১০) চারা রোপণের পর মাটিতে পর্যাপ্ত রস না থাকলে এবং শুকনা মৌসুমে ১৫-২০ দিন পরপর সেচ দিতে হবে।

১১) গাছের গোড়ার আগাছা সবসময় পরিষ্কার রাখতে হবে।

১২) মোচা আসার আগ পর্যন্ত গাছের গোড়ায় কোন তেউড় রাখা উচিত নয়।

১৩) অতি বৃষ্টির কারণে কলার জমিতে পানি জমলে তা নিষ্কাশন করতে হবে।

১৪) চারা রোপণের পরবর্তী প্রায় ১০ মাস পর কলা সংগ্রহের উপযোগী হয়।

১৫) মোচা বের হওয়া থেকে পরিপক্ক হওয়া পর্যন্ত প্রায় ৩ মাস সময় লাগে।

১৬) কাঁদি কাটার পর শক্ত জায়গায় বা মাটিতে রাখলে কালো দাগ দেখা দিতে পারে।

১৭) কলা ১৩-১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা ও ৯৫-১০০% আপেক্ষিক আর্দ্রতায় ১৫-২০ দিন সংরক্ষণ করা যায়।

ছবি ৬-৭ : চারা (মোথা) রোপণ পর্যায়ে মেহেরসাগর কলার গাছ।

ছবি ৮-৯ : চারা বা মোথা রোপণের পর বাড়ন্ত অবস্থায় মেহেরসাগর কলার গাছ।

চিত্র ১০-১১ : গাছে মোঁচা আসা অবস্থায় মেহেরসাগর কলা।

চিত্র ১২-১৩ : মোঁচা থেকে বের হওয়ার পর মেহেরসাগর কলার কাদি।

চিত্র-১৪-১৫: মোচা ঝরে যওয়ার পর মেহেরসাগর কলার কাদি।

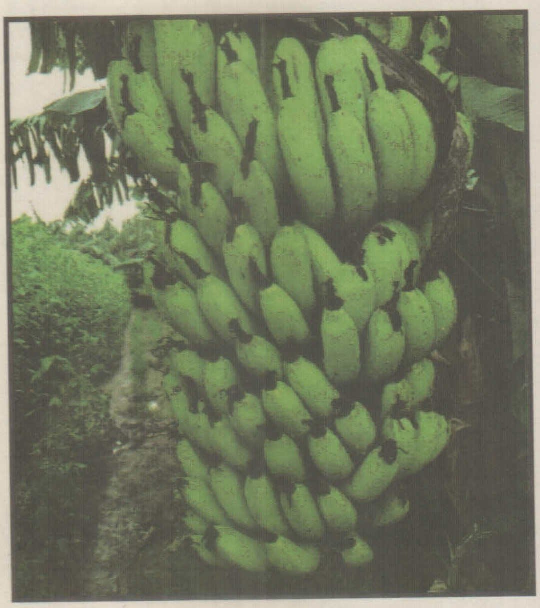

চিত্র-১৬: পরিপক্ক অবস্থায় গাছে মেহেরসাগর কলা।

ঞ) অনন্য বৈশিষ্ট্য ঃ

মেহেরসাগর কলার অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো এই কলা আবহাওয়া ও মাটির ধরন এবং বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী মেহেরপুর জেলাতেই ভাল চাষ হয় এবং এই কলার আদি উৎপত্তি হল মেহেরপুর জেলা। তাই এর নামকরণ হয়েছে মেহেরপুর জেলার নামানুসারে 'মেহেরসাগর কলা'। এই কলা গাছ খাটো কিন্তু এর কাদি বড় এবং কাদিতে ছড়ি ও কলার সংখ্যাও বেশি। স্বাদে ও গন্ধে অতুলনীয়, পাঁকলে প্রথমদিকে সবুজ থাকে এবং পরবর্তীতে হলুদ রং ধারণ করে। সংরক্ষণ গুন বেশি হওয়ায় বিদেশে রফতানিযোগ্য, রোগ বালাই কম হওয়ায় চাষের খরচ কম। চাষীরা অন্যান্য কলার চেয়ে এই কলা চাষে লাভবান বেশি হয়। এটি এখানকার ব্র্যান্ডিং পণ্য এবং মেহেরপুরের ফল ভান্ডারকে আলাদাভাবে অনন্য উচ্চতায় উপস্থাপন করেছে।

ট) ব্যবহারকাল ঃ

মেহেরপুরের ইতিহাস রচয়িতা প্রবীন সাংবাদিক তোজাম্মেল আযম জানান ১৯৭১ সাল থেকে মেহেরপুরে এই কলার চাষ হয়। বিধায় প্রায় ৫৩ (তিপান্ন) বছর পূর্ব থেকেই মেহেরপুরে এই কলার চাষ হয়ে আসছে এবং মেহেরপুরের নামানুসারে এর নামকরণ করা হয় মেহেরসাগর কলা।

ঠ) বাণিজ্যিক এলাকা ঃ

এই কলা স্বাদে, গন্ধে ও দেখতে অতুলনীয় হওয়ায় বাংলাদেশের সব অঞ্চলেই এর ভোক্তা সৃষ্টি হয়েছে। বিধায় এখানকার কলা চাষীরা এবং ক্রেতারা বাংলাদেশের সর্বত্রই এই কলা বিপণন করে থাকেন। বাংলাদেশের সব বড় বড় শহরেই এই কলা দেখা যায়। বিশেষ করে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহীসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় মেহেরপুরের মেহেরসাগর কলা বিপণন করা হয়ে থাকে। এই কলা বিদেশেও রফতানিযোগ্য।

ঠ) পরিদর্শন কর্তৃপক্ষ ঃ

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (খামার বাড়ি), মেহেরপুর পরিদর্শন কর্তৃপক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে।

ঙ) তথ্যসূত্র ঃ

১. মেহেরসাগর কলা চাষে দ্বিগুণ লাভ, চাষিদের ভাগ্য বদল

https://www.dhakapost.com/countrz/302259

২. মেহেরপুরের মেহেরসাগর কলা। বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস)

https://www.google.com/search?q=%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B9%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0+%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B9%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A6%B0+%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A6%BE&oq=%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B9%E0%A7%87&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBggCEEUYOzIICAAQRRgnGDszEAgBEEUYExgnGDsYgAQYigUzBggCEEUYOzIGCAMQRRg5MgcIBBAAGIAEMgYIBRBFGDwzBggGEEUYPTIGCAcQRRhB0gEIMzUxMGowajSoAgCwAgE&sourceid=chrome&ie=UTF-8

৩. মেহেরপুরে মেহেরসাগর কলাচাষ বাড়ছে। (The AGRO NEWS- এ প্রকাশিত)

https://www.google.com/search?q=%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B9%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0+%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B9%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A6%B0+%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A6%BE&oq=%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B9%E0%A7%87&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBggCEEUYOzIICAAQRRgnGDszEAgBEEUYExgnGDsYgAQYigUzBggCEEUYOzIGCAMQRRg5MgcIBBAAGIAEMgYIBRBFGDwzBggGEEUYPTIGCAcQRRhB0gEIMzUxMGowajSoAgCwAgE&sourceid=chrome&ie=UTF-8

৪. মেহেরপুরে কলা চাষে কৃষকের ভাগ্যবদল

https://www.risingbd.com/agriculture-news/359419

৫. মেহেরপুরে কলা চাষে রেকর্ড: ২০০ কোটি টাকা আয়ের সম্ভাবনা

https://www.shomozeralo.com/details.php?id=235060

গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস-সিডিপি শাখা-ক-৫৩০/২০২৪-২০২৫/(শিল্প)-১৮-০৩-২০২৫-১২০ বই।

For official use only

Printed by: **Dr. Mohammad Mofizur Rahman,** Deputy Director (Deputy Secretary), Government Printing Press, Tejgaon, Dhaka.
Published by: Md. Nazrul Islam, Deputy Director (Deputy Secretary), Bangladesh Forms and Publication Office, Tejgaon, Dhaka.